লঙ্ঘন এক সঙ্কট, অপরদিকে মহাভাগবতের সেবা না করাও আর এক সঙ্কট। এতাদৃশকার অভিপ্রায়েই শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে উল্লেখ করা আছে—

যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥

যে জন নীতিবিরুদ্ধ কথা বলে এবং যে জন নীতিরহিত কথা শ্রবণ করে, তাহারা উভয়েই অক্ষয়কাল ব্যাপিয়া ঘোর নরকে গমন করে। শ্রীগুরু যদি বৈষ্ণবদ্বেষী হন্, তাহা হইলে সে গুরুকে পরিত্যাগ করিতে হইবে। অন্যত্র প্রমাণ আছে—

গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥

বিষয়াসক্ত এবং কার্য্যাকার্য্যে অনভিজ্ঞ ও ভক্তিবিরুদ্ধপথাবলম্বী গুরুকে পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। যেহেতু সেই গুরু বৈষ্ণবভাবাপন্ন নয় বলিয়া অবৈষ্ণব। "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। তস্মাচ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥" অবৈষ্ণব উপদিষ্ট-মন্ত্রগ্রহণে নরকে যাইতে হয়। অতএব, শাস্ত্রবিধি অনুসারে পুনরায় বৈষ্ণব গুরুর নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিবে। যথাকথিত লক্ষণ শ্রীগুরু যদি বিদ্যমান অর্থাৎ নিকটে না থাকেন, তাহা হইলে কোনও পরম ভাগবতের নিত্যসেবা পরম কল্যাণদায়িকা। সেই মহাভাগবতে—শ্রীগুরুদেবের সমবাসন এবং নিজের (সাধকের) প্রতি কৃপালুচিত্ত হওয়া প্রয়োজন। কারণ যে পুরুষের যে যে জাতীয় সঙ্গ হইবে, মণির মত সে তদ্‌গুণক্ত হইয়া থাকে। অতএব, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজ কুলবৃদ্ধির জন্য অর্থাৎ "গোত্র বাড়াবেন কৃষ্ণ আমা সবাকার॥"—ইত্যাদি অভিপ্রায়ে নিজ যুথস্থিত বৈষ্ণবকেই আশ্রয় করিবে। সাধকের প্রতি মহাভাগবতের কৃপা ও চিত্তের রতি ভিন্ন সত্বর সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা হইতে পারে না—শ্রীহরিভক্তিসুধোদয়ে এইরূপ বর্ণিত আছে। অনন্তর সমস্ত ভাগবতচিহ্নধারী মাত্রের যথাযোগ্য সেবা করা কর্ত্তব্য—এই প্রসঙ্গ বর্ণন করা যাইতেছে। তন্মধ্যে প্রসঙ্গ ও পরিচর্য্যা ভেদে মহাভাগবতের সেবা দুই প্রকার। প্রথম প্রসঙ্গরূপা সেবা ১১।১২ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন—"ন রোধয়তি মাং যোগো, ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপোস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা। ব্রতানি যজ্ঞাশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ। যথাবরুদ্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্।

পূর্ব্বাধ্যায়ে, ইষ্টাপূর্ত্তেন মামেবং যো যজেত সমাহিতঃ। লভতে ময়ি সদ্ভক্তিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া॥ ইত্যনেন সাধুসেবয়া ভক্তিনিষ্ঠাজননে সাধনান্তরস্যাপেক্ষত্বমিবো-